বলশেভিকদের সাফল্যের অন্যতম মূল শর্ত

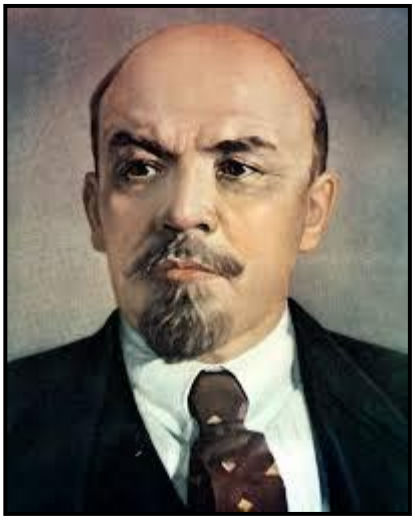

[২০১৭ সাল ছিল অক্টোবর বিপ্লবের শততম বার্ষিকী। ২১ জানুয়ারি '১৮ কমরেড লেনিনের ৯৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। কমরেড লেনিনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার বিখ্যাত রচনা 'বামপন্থি কমিউনিজম শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা' থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠকের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো। বলশেভিকদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের শর্ত কী ছিল তা বুঝতে এ রচনা সহায়তা করবে।] সম্ভবত সবাই এখন এটা দেখতে পাচ্ছেন যে, আমাদের পার্টিতে কঠোরতম, সত্যসত্যই লৌহ কঠোর শৃঙ্খলা না থাকলে, সমস্ত শ্রমিক জনগণের পক্ষ থেকে, অর্থাৎ তাদের মধ্যকার চিন্তাশীল, সৎ, আত্মত্যাগী, প্রভাবশীল, যে লোকেরা পশ্চাৎপদ স্তরগুলিকে পরিচালিত করতে বা পক্ষে টানতে সক্ষম তাদের পক্ষ থেকে সে পার্টির প্রতি পরিপূর্ণতম ও নিঃস্বার্থ সমর্থন না থাকলে বলশেভিকরা আড়াই বছর কেন, আড়াই মাসও ক্ষমতায় টিকতে পারত না।

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব হলো প্রবলতর শত্রুর বিরুদ্ধে–উচ্ছেদের পর (অন্তত একটি দেশে হলেও) যার প্রতিরোধ দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যার শক্তি শুধু আন্তর্জাতিক পুঁজির জোরেই নয়, বুর্জোয়ার আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জোর ও মজবুতিতেই নয়, অভ্যাসের জোরেও বটে, ক্ষুদে উৎপাদনের জোরেও বটে, সেই বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে–নতুন শ্রেণির সবচেয়ে নিঃস্বার্থ ও নির্মমতম যুদ্ধ। কেননা ক্ষুদে উৎপাদন, দুঃখের বিষয়, দুনিয়ায় থেকে গেছে অতি, অতিশয় বেশি এবং অনবরত, প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও ব্যাপকাকারে পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়ার জন্ম দেয় ক্ষুদে উৎপাদন। এইসব কারণে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব অপরিহার্য এবং একটা দীর্ঘ, একরোখা, মরিয়া মরণপণ সংগ্রাম ছাড়া–যে সংগ্রামে চাই সহ্যশক্তি, শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা, অটলতা ও ইচ্ছার ঐক্য–বুর্জোয়ার উপর বিজয়লাভ অসম্ভব।

ফের বলি, যাদের চিন্তার ক্ষমতা নেই, অথবা এ সমস্যা নিয়ে যাদের ভেবে দেখার অবকাশ ঘটেনি, রাশিয়ায় বিজয়ী প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অভিজ্ঞতা তাদের পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, দ্বিধাহীন কেন্দ্রীকরণ ও প্রলেতারিয়েতের কঠোরতম শৃঙ্খলাই হল বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ের অন্যতম মূলশর্ত।

এই কথাটা প্রায়ই বলা হয়। কিন্তু কী তার অর্থ, কোন পরিস্থিতিতে তা সম্ভবপর সেটা নিয়ে ভাবা হয় খুবই কম। সোভিয়েত রাজ ও বলশেভিকদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পক্ষে আবশ্যক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে বলশেভিকরা পেরেছিল তার গভীরতম বিশ্লেষণ আরও ঘন ঘন থাকাই কি উচিত নয়?

একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে বলশেভিকবাদ বিদ্যমান রয়েছে ১৯০৩ সাল থেকে। বলশেভিকবাদের অস্তিত্বের এই সমগ্র পর্বটার ইতিহাস থেকেই কেবল সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মিলবে কী কারণে দুরূহতম পরিস্থিতিতেও তা প্রলেতারিয়েতের বিজয়ের জন্য আবশ্যক লৌহকঠিন শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে ও টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

সর্বাগ্রে এই প্রশ্ন ওঠে : প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির শৃঙ্খলা টিকে থাকে কিসে? তার যাচাই হয় কিসে? কিসে সংহত হয়? প্রথমত, প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর সচেতনতা, তার বিপ্লবনিষ্ঠা, তার সহ্যশক্তি, আত্মত্যাগ ও বীরত্বে। দ্বিতীয়ত, সর্বাগ্রে প্রলেতারীয়, কিন্তু সেইসঙ্গে অ-প্রলেতারীয় মেহনতী জনের ব্যাপক অংশের সঙ্গেও যোগস্থাপনের, ঘনিষ্ঠতার এবং কিছুটা পরিমাণে, বলা যেতে পারে, মিশে যেতে পারার নৈপুণ্যে। তৃতীয়ত, এই অগ্রবাহিনী যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার সঠিকতায়, তার রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতায়–এবং এই শর্তে যেন ব্যাপকতম জনগণ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই সে সঠিকতায় নিঃসন্দেহ হয়। এই শর্তগুলো ছাড়া বিপ্লবী যে পার্টি সত্যসত্যই বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও সমস্ত সমাজের রূপান্তর ঘটাতে কৃতসংকল্প, এক অগ্রণী শ্রেণির পার্টি হতে সমর্থ, সে পার্টিতে শৃঙ্খলা কার্যকরী করা অসাধ্য। এই শর্তগুলো ছাড়া শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা অবধারিত রূপেই পরিণত হয় ফাঁকা কথায়, বুলিতে, তামাশায়। আবার অন্যদিকে এ শর্তগুলো সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় না। সেটা দেখা দেয় দীর্ঘ মেহনত ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে; তা গড়ে তোলা সহজ হয় সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলে, যে তত্ত্বটা আবার আপ্তবাক্য নয়, বরং চূড়ান্ত রূপ পায় কেবল সত্যসত্যই গণ ও সত্যসত্যই বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ঘনিষ্ট সাযুজ্যে।

বলশেভিকরা যে ১৯১৭-১৯২০ সালে অভূতপূর্ব দুরূহ পরিস্থিতিতেও কঠোরতম কেন্দ্রীকরণ ও লৌহ শৃঙ্খলা গড়ে তুলে সার্থকভাবে তা চালু করতে পেরেছে তার কারণ নিহিত রয়েছে একান্তই রাশিয়ার একগুচ্ছ ঐতিহাসিক বিশেষত্বে।

একদিকে, ১৯০৩ সালে বলশেভিকবাদ উদিত হয় মার্কসবাদী তত্ত্বেও সবচেয়ে পাকা বনিয়াদের ওপর। এবং একমাত্র এই বিপ্লবী তত্ত্বেরই সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে শুধু গোটা উনিশ শতকের বিশ্ব অভিজ্ঞতাতেই নয়, বিশেষ করে রাশিয়ায় বিপ্লবী চিন্তার বিভ্রান্তি ও টলটলায়মানতা, ভুল ও মোহভঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকেও। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, মোটামুটি গত শতকের ৪০-এর দশক থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত অদৃষ্টপূর্ব রকমের বর্বর ও প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্রের পীড়নতলে রাশিয়ায় অগ্রণী ভাবনা সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের জন্য সতৃষ্ণ

সন্ধান চালিয়েছে, এবং এ ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি 'শেষ কথার' অনুশীলন করেছে আশ্চর্য অধ্যবসায়ে ও খুঁটিয়ে। একমাত্র সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব হিসাবে রাশিয়া মার্কসবাদকে গ্রহণ করেছে অভূতপূর্ব কষ্ট ও আত্মোৎসর্গ, অদৃষ্টপূর্ব বিপ্লবী বীরত্ব, ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার সন্ধান, অধ্যয়ন, ব্যবহারিক প্রয়োগ, মোহভঙ্গ, যাচাই ও তুলনার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য উদ্যম ও নিঃস্বার্থপরতার অর্ধশতকব্যাপী ইতিহাসের সত্যিকারের যন্ত্রণা উত্তীর্ণ হয়ে। জারতন্ত্রের আমলে বাধ্যতামূলক দেশান্তর গমনের কল্যাণে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব-প্রচলিত রূপ ও তত্ত্ব সম্পর্কে এমন চমৎকার জ্ঞান অর্জন করে যা বিশ্বের আর কোন দেশে ঘটেনি।

অন্যদিকে, তত্ত্বের এই পাথুরে বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে বলশেভিকবাদ ১৫ বছর ধরে (১৯০৩-১৯১৭) ব্যবহারিক কাজের এক ইতিহাস গড়েছে, যার অভিজ্ঞতার ঐশ্চর্য জগতে অতুলনীয়। কেননা এই ১৫ বছরে বিশ্বের কোনো একটা দেশও বিপ্লবী পরীক্ষার দিকে থেকে, বৈধ ও অবৈধ, শান্ত ও ঝোড়ো, গোপন ও প্রকাশ্য, ছোট ছোট দলনির্ভর ও গণনির্ভর, পার্লামেন্টারী ও সহিংস আন্দোলনের রূপ বদলের দ্রুততা ও বৈচিত্রের দিক থেকে এতখানি অভিজ্ঞতার ধারে কাছেও যায়নি। কোন একটা দেশেও এত সংক্ষিপ্ত পর্বকালের মধ্যে আধুনিক সমাজের সমস্ত শ্রেণির সংগ্রামের রূপ, তারতম্য ও পদ্ধতির এমন সমৃদ্ধি পুঞ্জীভূত হয়নি, তদুপরি সেটা এমন এক সংগ্রাম যা দেশের পশ্চাৎপদতা ও জারতন্ত্রের জোয়ালের চাপে বিশেষ দ্রুততায় পেকে ওঠে, আমেরিকা ও ইউরোপের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার 'শেষ কথাটা' তা বিশেষ রকমের আগ্রহ ও সার্থকতায় আত্মস্থ করে নেয়।

বলশেভিকবাদের ইতিহাসের প্রধান প্রধান পর্যায়

বিপ্লবের প্রস্তুতির বছরগুলো (১৯০৩-১৯০৫)। সর্বত্রই অনুভূত হচ্ছে মহা ঝঞ্ঝা এগিয়ে আসছে। সমস্ত শ্রেণির মধ্যেই আলোড়ন ও আয়োজন। প্রবাসে দেশান্তরী সংবাদপত্রে বিপ্লবের সমস্ত মূল সমস্যাই তোলা হচ্ছে তত্ত্বের দিক থেকে। তিনটি বনিয়াদী শ্রেণির, তিনটি প্রধান রাজনৈতিক ধারার–উদারনৈতিক-বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী ('সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক' ও 'সোশ্যাল-রেভুলেশনারি' লেবেলের আড়ালে লুকিয়ে) এবং প্রলেতারীয়-বিপ্লবী ধারার প্রতিনিধিরা কর্মসূচি ও রণকৌশল নিয়ে মতামতের নির্মম লড়াই মারফত আসন্ন প্রকাশ্য শ্রেণি-সংগ্রামকে পূর্বাভাসিত ও প্রস্তুত করছে। যে সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল ১৯০৫-১৯০৭ এবং ১৯১৭-১৯২০ সালে, ভ্রূণাকারে তা দেখা যেতে পারে (আর দেখা উচিত) তখনকার সংবাদপত্রে। আর বলাই বাহুল্য, এই তিনটি প্রধান ধারার মাঝখানে থাকছে কতই না অন্তর্বর্তী, রূপান্তরশীল, আধ-খেঁচড়া রূপ। সঠিকভাবে বললে, মুখপত্র, পার্টি, উপদল ও গ্রুপগুলির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দানা বেঁধে উঠছে ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক এমন সব ধারা, যা আসলে শ্রেণিগত ধারা; আসন্ন সংগ্রামের জন্য শ্রেণিগুলি তাদের যথাযোগ্য ভাবাদর্শগত রাজনৈতিক হাতিয়ার পিটিয়ে তুলছিল।

বিপ্লবের বছরগুলো (১৯০৫-১৯০৭)। সমস্ত শ্রেণি এগিয়ে আসছে প্রকাশ্যে। কর্মসূচি ও রণকৌশল সংক্রান্ত সমস্ত অভিমত যাচাই হচ্ছে জনগণের কর্মে। ধর্মঘটমূলক সংগ্রামের এমন ব্যাপকতা ও তীব্রতা বিশ্বে অদৃষ্টপূর্ব। অর্থনৈতিক ধর্মঘট বেড়ে উঠছে রাজনৈতিক ধর্মঘটে এবং রাজনৈতিক ধর্মঘট অভ্যুত্থানে। পরিচালক প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে পরিচালিত দোলায়মান, দ্বিধাগ্রস্ত কৃষকদের সম্পর্কের ব্যবহারিক যাচাই। সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে সংগঠনের সোভিয়েতী রূপের আবির্ভাব। সোভিয়েতের তাৎপর্য নিয়ে তখনকার বিতর্কে পূর্বাভাসিত হয় ১৯১৭-১৯২০ সালের মহাসংগ্রাম। সংগ্রামের পার্লামেন্টারী ও অ-পার্লামেন্টারী রূপ, পার্লামেন্টে অংশগ্রহণের রণকৌশলের সঙ্গে বয়কট করার রণকৌশল, লড়াইয়ের বৈধ রূপ ও অবৈধ রূপ–এদের এক থেকে অপরে বদল তথা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ–এ সবই এক আশ্চর্য সমৃদ্ধ সারগর্ভতায় বিশিষ্ট। জনগণ ও নেতা, শ্রেণি ও পার্টি সকলের পক্ষ থেকেই রাজনীতি শাস্ত্রের মূলকথা শিক্ষার অর্থে এ পর্বের এক-একটা মাস 'শান্তিপূর্ণ' 'সংবিধানসম্মত' বিকাশের এক-একটা বছরের সমতুল্য। ১৯০৫ সালের 'পূর্ণাঙ্গ রিহার্সাল' ছাড়া ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব হত।

প্রতিক্রিয়ার বছরগুলো (১৯০৭-১৯১০)। বিজয় হয়েছে জারতন্ত্রের। সমস্ত বিপ্লবী ও বিরোধী পার্টি দমিত। রাজনীতির স্থান নিয়েছে অবক্ষয়, হতাশা, ভাঙন, বিশৃঙ্খলা, দলদ্রোহ, লাম্পট্য। আকর্ষণ বেড়েছে দার্শনিক ভাববাদের; প্রতিবিপ্লবী মনোভাবের আবরণ হিসাবে অতীন্দ্রিয়বাদ। কিন্তু একই সময়ে বিরাট পরাজয় থেকেই বিপ্লবী পার্টি ও বিপ্লবী শ্রেণি পাচ্ছে একটা খাঁটি ও উপকারী শিক্ষা, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের শিক্ষা, রাজনৈতিক সংগ্রামকে বোঝা, তা চালানোর সামর্থ্য ও কৌশলের পাঠ। দুঃসময়েই বন্ধুর পরিচয়। পরাস্ত সৈন্যবাহিনীই ভালোভাবে শেখে।

রাশিয়ার প্রাক-বুর্জোয়া পিতৃতান্ত্রিক জীবনযাত্রা জের দ্রুত ধ্বংস করতে বাধ্য হচ্ছে বিজয়ী জারতন্ত্র। তার বুর্জোয়া বিকাশ এগুতে থাকছে রীতিমতো তাড়াতাড়ি। শ্রেণি-বহির্ভূত, শ্রেণি-উর্ধ্ব মোহ, পুঁজিবাদ পরিহার করা সম্ভব, এ মোহ ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। শ্রেণি-সংগ্রাম দেখা দিচ্ছে একেবারেই নতুনভাবে এবং তা আরও স্পষ্টরূপে।

বিপ্লবী পার্টিদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। আক্রমণ করতে তারা শিখেছে। এমন বুঝতে হবে যে, এই বিদ্যাটিকে সঠিকভাবে পিছুহটার বিদ্যার সাহায্যে পরিপূরণ করা দরকার। বুঝতে হচ্ছে এবং বিপ্লবী শ্রেণি তার নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝতে শিখছে যে, সঠিক আক্রমণ ও সঠিক পশ্চাদপসরণ করতে না শিখে জয়লাভ করা যায় না। পরাস্ত সমস্ত বিরোধী ও বিপ্লবী পার্টিগুলির মধ্যে বলশেভিকরাই পিছু হটে সবচেয়ে সুশৃঙ্খলভাবে, তাদের 'ফৌজের' সবচেয়ে কম ক্ষতি ঘটিয়ে, তার কোষকেন্দ্রটাকে সবচেয়ে বেশি বজায় রেখে, সবচেয়ে কম ভাঙ্গন সয়ে (গভীরতা ও অপূরণীয়তার দিক থেকে), সবচেয়ে কম মনোদৌর্বল্য সয়ে, আরও ব্যাপকভাবে, সঠিকভাবে ও সে

তেজে কাজ পুনরারম্ভ করার সামর্থ্য সবচেয়ে বেশি রেখে। এবং বলশেভিকরা সেটা করতে পেরেছিল নির্মমভাবে বুলিবাগীশ বিপ্লবীদের স্বরূপ খুলে ঝেঁটিয়ে দূর করার কল্যাণে–এরা বুঝতে চাইছিল না যে হটাটা দরকার, হটতে পারাটা দরকার, সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেন্টে, সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়ন, সমবায়, বীমা ও অনুরূপ সব সংগঠনে বৈধভাবে কাজ করতে শেখাটা বাধ্যতামূলকভাবে দরকার।

উত্থানের বছরগুলো (১৯১০-১৯১৪)। উত্থানটা প্রথমে ছিল অবিশ্বাস্য রকমের মন্থর, তারপর ১৯১২ সালে লেনা ঘটনার পর খানিকটা দ্রুত। অভূতপূর্ব দূরূহতা জয় করে বলশেভিকরা হটিয়ে দেয় মেনশেভিকদের, শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়া দালাল হিসাবে এদের ভূমিকা ১৯০৫ সালের পর সমস্ত বুর্জোয়াই চমৎকার বুঝেছিল এবং সেই জন্য সমস্ত বুর্জোয়া বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তাদের হাজারোভাবে সমর্থন করে। কিন্তু হটাতে পারা বলশেভিদের পক্ষে কখনই সম্ভব হত না যদি তারা বেআইনি কাজের সঙ্গে 'আইনি সম্ভাবনার' বাধ্যতামূলক সদ্ব্যহার মেলানোর সঠিক রণকৌশল না চালাত। সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল দুমাতে বলশেভিকরা সবক'টি শ্রমিক আসন অধিকার করে।

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৭)। 'পার্লামেন্টের' চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিস্থিতিতে আইনি পার্লামেন্টারী কাজে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্টির, বলশেভিকদের ভাল উপকার হয়। বলশেভিক প্রতিনিধিরা সাইবেরিয়ায় গেল। আমাদের দেশান্তরীদের সংবাদপত্রে সোশ্যাল-সাম্রাজ্যবাদ, সোশ্যাল-শোভিনিজম, সোশ্যাল-স্বদেশবাদ, সুসঙ্গত ও সঙ্গতিহীন আন্তর্জাতিকতাবাদ, শান্তিসর্বস্ববাদ ও শান্তি সর্বস্ববাদী মোহের বিপ্লবী বর্জন–এই সব মতামতের সমস্ত তারতম্য পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পণ্ডিত-মূর্খ ও বুড়িমাগিরা রুশ সমাজতন্ত্রে 'উপদলের' প্রাবল্য ও তাদের মধ্যে নির্মম অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে তাচ্ছিল্য করে উদ্ধতভাবে নাক সিঁটকেছে, যুদ্ধ যখন সমস্ত অগ্রসর দেশে তাদের বহু বড়াইয়ের 'আইনি অস্তিত্ব' হরণ করল, তখন সুইজারল্যান্ড ও আরও একগুচ্ছ দেশে রুশ বিপ্লবীরা যে ধরনের স্বাধীন (বেআইনি) মত-বিনিময় ও স্বাধীন (বেআইনি) ভাবে সঠিক মতে উপনীত হওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল তার ধারেকাছের মতো কোনো একটা ব্যবস্থাও তারা গড়তে পারেনি। ঠিক এজন্যই সমস্ত দেশের খাস সোশ্যাল-স্বদেশপ্রেমিরা ও 'কাউটস্কিপন্থীরা' সবাই প্রলেতারিয়েতের নিকৃষ্ট বিশ্বসঘাতক বলে প্রমাণিত হয়। আর বলশেভিকরা যে ১৯১৭-১৯২০ সালে জয়লাভ করতে পারল, সে বিজয়ের অন্যতম মূল কারণ হল এই যে, ১৯১৪ সালের শেষ থেকেই তারা নির্মমভাবে সোশ্যাল-শোভিনিজম ও 'কাউটস্কিপন্থার' (যার প্রতিরূপ হল ফ্রান্সে লগঁেবাদ, ইংল্যান্ডে ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রমিক পার্টির নেতা ও ফ্যাবিয়ানদের মতামত, ইতালিতে তুরাতি ইত্যাদি) জঘন্যতা, নীচতা ও পাষণ্ডতার মুখোশ খুলে দেয়, জনগণও পরে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বলশেভিক মতের সঠিকতায় ক্রমেই নিঃন্দেহ হয়ে ওঠে।

রাশিয়ায় দ্বিতীয় বিপ্লব (১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর)। জারতন্ত্রের অবিশ্বাস্য রকমের জরা ও বার্ধক্যে (যন্ত্রণাকর যুদ্ধের আঘাত ও চাপের সাহায্যে) গড়ে তোলে তার বিরুদ্ধে চালিত এক অবিশ্বাস্য ধ্বংস-শক্তি। কয়েক দিনের মধ্যেই রাশিয়া পরিণত হয় এক গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে–যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বিশ্বের যে কোন দেশের চেয়ে তা বেশি মুক্ত। সরকার গঠন করতে লাগলেন বিরোধী ও বিপ্লবী পার্টির নেতারা–'নিখুঁত পার্লামেন্টারী' প্রজাতন্ত্রে যা হয়ে থাকে, তা ছাড়া যত প্রতিক্রিয়াশীলই হোক, পার্লামেন্টে বিরোধী পার্টির নেতা হিসাবে নাম থাকায় বিপ্লবে সেরূপ নেতার পরবর্তী ভূমিকা গ্রহণ সহজ হয়।

মেনশেভিক ও 'সোশ্যালিস্ট-রেভুলিউশনারিরা' কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ইউরোপীয় নায়ক, মন্ত্রিসভাবাদী ও অন্যান্য সুবিধাবাদী ইতরদের সবকিছু কায়দা ও চাল, যুক্তি ও কচ্‌কচি চমৎকার রপ্ত করে নেয়। শাইডেমান আর নস্‌কে, কাউটস্কি আর হিলফেরডিং, রেননার আর আউস্টের্লিৎস, অট্টো বাউয়ের আর ফ্রিট্‌স আডলের, তুরাতি আর লঁগে, এবং ফ্যাবিয়ান ও ইংল্যান্ডের ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রমিক পার্টির নেতাদের বক্তব্য এখন যাকিছু আমরা পড়ি, সবই মনে হয় (এবং বস্তুত তাই) পরিচিত ও পুরনো বুলির নীরস পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তি। এ সবই আমরা মেনশেভিকদের ক্ষেত্রে দেখেছি। ইতিহাস পরিহাস করেছে এবং একগুচ্ছ অগ্রণী দেশের সুবিধাবাদীদের পূর্বাভাস দিয়েছে পশ্চাৎপদ দেশের সুবিধাবাদীদের মারফত।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নায়কেরা যদি দেউলিয়া হয়ে থাকে, সোভিয়েত এবং সোভিয়েত রাজের তাৎপর্য ও ভূমিকার প্রশ্নে তারা যদি নিজেদের ধিক্কৃত করে থাকে, এ প্রশ্নে যদি বিশেষ 'জাজ্বল্যমান রূপেই' নিজেদের ধিক্কৃত করে গোলমাল পড়ে থাকেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক থেকে বর্তমানে বেরিয়ে আসা তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্টির নেতারা (যথা : জার্মান স্বাধীন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি, ফরাসি লঁগেবাদী এবং ইংল্যান্ডের ইন্ডিপেন্ডেন্ট শ্রমিক পার্টি), সবাইকেই যদি দেখা যায় পেটি-বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক কুসংস্কারের ক্রীতদাস বলে (একেবারে ১৮৪৮ সালের পেটি বুর্জোয়াদের মতো, যারা নিজেদের অভিহিত করেছিল 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাট' বলে), তবে মেনশেভিকদের ক্ষেত্রে আমরা এ সব আগেই দেখেছি। ইতিহাস এই একটা রসিকতা করেছে যে, রাশিয়ায় সোভিয়েতের জন্ম হয় ১৯০৫ সালে, তাদের ভূমিকা ও তাৎপর্য বুঝতে না পারার ফলে দেউলিয়া হয়ে পড়া মেনশেভিকরা ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি-অক্টোবরে সে সোভিয়েতগুলির অপব্যবহার করে আর এখন সমস্ত বিশ্বে সোভিয়েত ক্ষমতার ভাবনাটা জন্ম নিয়েছে, সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ছে অভূতপূর্ব দ্রুততায়, অথচ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পুরানো নায়কেরা আমাদের মেনশেভিকদের মতোই সোভিয়েতগুলির ভূমিকা ও তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হওয়ায় সর্বত্রই একই রকম দেউলিয়া হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের কতকগুলি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে রাশিয়ায় যা করা হয়েছে সমস্ত দেশকেই তা অনিবার্যভাবেই করতে হবে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় আজকাল প্রায়ই যে ধরনের মত দেখা যায় সেটা ঠিক নয়–পার্লামেন্টারী (কার্যত) বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে বলশেভিকরা তাদের বিজয়ী সংগ্রাম শুরু করেছিল অতি সাবধানে এবং তার প্রস্তুতিটা মোটেই সরল ছিল না। উল্লিখিত পর্বের গোড়ায় আমরা সরকার উচ্ছেদের আহ্বান দেইনি, বরং আগে সোভিয়েতগুলির সংবিন্যাস ও মেজাজের বদল ছাড়া যে সরকারের উচ্ছেদ অসম্ভব তা ব্যাখ্যা করেছি। বুর্জোয়া পার্লামেন্ট, সংবিধান সভা বয়কটের ঘোষণা জানাইনি আমরা, বরং বলেছিলাম–আমাদের পার্টির এপ্রিল (১৯১৭) সম্মেলন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টির নামে বলেছিলাম যে, সংবিধান সভা ছাড়া একটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের চেয়ে সংবিধান সভাসহ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র ভালো এবং 'শ্রমিক-কৃষক', সোভিয়েত, প্রজাতন্ত্র সমস্ত ধরনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, পার্লামেন্টারী, প্রজাতন্ত্রের চেয়েই ভালো।

এরকম সাবধান, আমূল সুবিবেচিত ও সুদীর্ঘ প্রস্তুতি ছাড়া আমরা ১৯১৭ সালের অক্টোবর জয়লাভ করতে পারতাম না, সে বিজয় ধরে রাখতে পারতাম না।